অতীতের আবেগঘন রোমান্টিকতা থেকে সরে এসে সমকাল ও ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট সাহিত্যকে ব্রাত্য জনের জীবন কাহিনী করে গড়ে তুলেছেন বিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী। প্রচলিত আঙ্গিক, ভাষা ও শৈলীর নিরিখে সাহিত্য রচনা না করে ঘটমান ইতিহাসের ক্রমান্বয়তায় কালের অনিবার্য পরিণতিই শিল্পীর মনন-সঞ্জাত কল্লোলোকের সুদূর প্রসারী যাত্রাপথ---যে পথে ক্লান্তি আত্মহননের নামান্তর, প্রতিহিংসাই শেষ সত্য। যেখানে 'বর্তমানের মধ্যেই ভবিষ্যতের বীজের উদ্‌গমের পুরাকথা সম উদ্‌ভাস আছে।' কারণ শিল্পীর বিশ্বাস 'কোন আন্দোলনই হয়ত পন্থা ও পরিণামে শেষ সত্য নয়; একমাত্র ইতিহাসই তার মূল্য নিরূপক। আর চলমান সংগ্রামী মানুষ তাই সর্বদেশে কালে নিজেদের গড়া সমস্ত পথ ভেঙে নতুন পথ গড়ার স্বপ্ন দেখে এবং শপথ নেয়। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক গতিপথে সে কারণেই প্রতিনিয়ত উত্তরণের সত্যই সত্য নামে চিহ্নিত হয়।'[২] অবহেলিত জনজাতির স্বাধিকার অর্জনের লড়াই-ই মহাশ্বেতার সাহিত্য সাধনার মূল প্রেরণা। সময়ের পারম্পর্যে প্রচলিত তথ্যসূত্রকে কাজে লাগিয়ে মানবাধিকার বঞ্চিত ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর সম্ভাব্য ভবিষ্যতের (সংগ্রামী জীবন) যে ইতিহাসকে শিল্পী প্রতীকায়িত করেছেন, তা কোন রাজনৈতিক চেতনার উৎসাহ বা উদ্দীপনার ফল নয়, তা কালের পরিবর্তমানতায় ঐতিহ্যের পারম্পরিকতায় ইতিহাসেরই অমোঘ ফলশ্রুতি। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ, নির্যাতিত মানুষের প্রতি সংবেদী শিল্পী মনে করেন, 'আমার লেখায় চিহ্নিত রাজনীতি খোঁজা নিরর্থক। শোষিত ও নির্যাতীত মানুষ, তাদের প্রতি সংবেদী মানুষই আমার লেখায় প্রধান ভূমিকায়

Scanned by CamScanner

মহাশ্বেতার শিল্পায়নের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল সংগ্রাম। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে জীবনধারণের নূন্যতম উপাদানটুকু অধিকারের লড়াই। 'সাঁঝ সকালের মা' গল্পে পাখমারা সম্প্রদায়ের বংশধর জটি সমাজ সংস্কারকে অগ্রাহ্য ক'রে, সমাজ-পতিদের অভিশাপকে তুচ্ছ ক'রে উৎসব কান্দোরীকে বিয়ে করেছিল ভালোবাসার টানে। কিন্তু উৎসবের অকাল প্রয়াণে জটি তার শরীরের আশ্চর্য রূপ প্রশাসনপুষ্ট শেয়াল কুকুরের যৌন লোলুপতার হাত থেকে বাঁচাতে ধর্মকে বর্ম স্বরূপ গ্রহণ করে। এক পৌঢ় সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে জটি 'অনেক রূপ, অনেক স্বাস্থ্য, অনেক যৌবন নিয়ে স্টেশনে বসল'। কিন্তু পুরুষ জাতির জৈবিক ক্ষুধা তাকে সচেতন করে দিল মানবতা বিনষ্টকারী পচনশীল সমাজের গভীর ক্ষতকে। সন্ন্যাসীর স্বচ্ছ সচেতন সমাজদৃষ্টি জটিকে ধর্মের মোড়কে ঠাকুরণী সাজিয়ে মূল্যবোধ বিনষ্টকারী ঔপনিবেশিক উচ্চবর্গীয় সমাজের নিষ্ঠুর নির্মম পৈশাচিকতার হাত থেকে রক্ষা করে। 'লালচেলী আর একটা ছোট ত্রিশূল দিয়েছিল সন্নেসী। বলেছিল, 'একদিন তোকে শেয়ালে-শকুনে ছিঁড়ে খাবে তা মনে জানতে পারছি। তবু তুই এই বস্তরে অস্তরে চলে যা মা। এ ঘোর কলিতেও থাড়কেলাসে সাধুসন্নেসী চলে যেতে পারে, কেউ মাথায় পা দেয় না।' সন্যাসীর দেওয়া লাল চেলী আর ত্রিশূল হল জটির জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার। কারণ 'ঠাকুরণী না হলে জটি ওর হাবা ছেলেকে বাঁচাতে পারত না, নিজেকে বাঁচাতে পারত না মানুষের নজর থেকে।'

অন্ধধর্মীয় বিশ্বাস ও বিচার বিহীন গুরুবাদ বাঙালীর জাতীয় চরিত্র। তাই অনাদি ডাক্তার পাপস্খালনের নিমিত্ত জটি ঠাকুরণীর শরণাপন্ন হয়। ধর্মক্ষেত্রে ব্যবসাদারী বুদ্ধির যে প্রয়োগ তথাকথিত গুরু বা মহারাজের দল তখনকার দিনে শুরু করেছিলেন, তার পরিমাণ আজ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় পরশুরামের 'বিরিঞ্চিবাবা'। সে বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তি দাবী করে এবং তার সম্মোহনী ক্ষমতায় বশীভূত হয়ে ভক্তরা প্রতারিত। বিরিঞ্চিবাবা কালের গতি ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদকে বিজ্ঞানের রাজ্য থেকে সরিয়ে লোহার কারবারে নিয়ে যেতে পারে, মেকীরাম আগরওয়ালার ভাগ্য নাকি সে এইভাবেই ফিরিয়ে দিয়েছিল। পরশুরামের বিজ্ঞানী মন হাস্যরসের অন্তরালে এদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন এবং মানুষের আধ্যাত্ম প্রীতিকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি যে যথার্থ ধর্মীয় সাধনা নয়, তাও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন জাবালি চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

Scanned by CamScanner

কিন্তু 'সাঁঝ সকালের মা' গল্পে জটির বিরুদ্ধে শিল্পীর কোন ব্যঙ্গ বা আক্রমণ নেই, বরং জটির ঠাকুরণী সত্তা তার আত্মরক্ষার কর্ম হওয়ায়, 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এক অসহায় একাকিনী নারীর জীবন সংগ্রামের' হাতিয়ার হওয়ায় তার প্রতি শিল্পীর পক্ষপাতিত্বই বর্ষিত হয়েছে। এক্ষত্রে জটির বেঁচে থাকার লড়াই তথা জীবন সংগ্রামের প্রতিই শিল্পীর সমর্থন। কারণ প্রশাসনিক, রাজনৈতিক মদতপুষ্ট নারী-ভোগী একদল হিংস্র প্রাণীই তাকে বাধ্য করেছে মানবী থেকে ঠাকুরণী হতে। তাই শিল্পীর আক্রমণ এই উচ্চবর্গীয় সমাজের বিরুদ্ধে, যেখানে নিম্নবর্গীয় মানুষের সর্বপ্রকার মানবাধিকার প্রত্যাখ্যাত, সুস্থভাবে জীবনযাপনের কন্টকাকীর্ণ পথকে মসৃণ করতে, ধর্মীয় কৌশলই যেখানে জৈব-মানসিক অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার একমাত্র অবলম্বন হয়ে ওঠে। বিরিঞ্চিবাবার বৈজ্ঞানিক ধূর্তামি জটির ছিল না। তাছাড়া মানুষের আধ্যাত্ম প্রীতিকে কাজে লাগিয়ে নিজস্ব সম্মোহিনী ক্ষমতায় ভক্তদের বশীভূত করার যে বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়, 'সাঁঝ সকালের মা' গল্পে জটির সেই চাতুর্যের বিবরণ নেই, আছে পারিপার্শ্বিকের চাপে মানবী থেকে দেবীত্বে উত্তরণ ঘটার সচেতন প্রয়াস, আছে নিজ সমাজের চিরাচরিত সংস্কারের বন্ধনকে ছিন্ন ক'রে ভিন্ন সমাজে বিবাহ ক'রে জাতপাতের উর্দ্ধে মানুষের হৃদয়বৃত্তি তথা ভালোবাসার মর্যাদা দান ও সেখান থেকে দেবীত্বের বর্মাচ্ছাদনের দ্বারা জাতে ওঠা ও অপরাধ স্খালনের জন্য উচ্চবর্গীয় সমাজের কাছে পূজিত হওয়ার কাহিনী।

জটির ঠাকুরণী তথা দেবী সত্তার অন্তরালে চিরন্তন মাতৃসত্তাই বড় হয়ে উঠেছে। তাই সে সাধনের 'সাঁঝ সকালের মা'। পরিস্থিতির শিকার জটি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নির্বোধ অপরিণত-বুদ্ধি সাধনের মাতৃত্বের গৌরবেই গৌরবান্বিত। কিন্তু বাস্তবের কঠিন পরিস্থিতি ও তার সচেতন বুদ্ধিমত্তায় মৃত্যুকালে তার দেবী সত্তাই বেঁচে থাকে সাধারণ মানুষ তথা ভক্ত সমাজের কাছে, 'এখন তার চারপাশে কত ভক্ত, কত মানুষ। এরা ওর কাছে আসে, প্রণাম করে, সম্মান জানায়। ওরাই তো বছর ভোর নিত্য চাল যুগিয়ে সাধনকে বাঁচিয়ে রাখে। নিজের ইচ্ছেয় জটি একদিন ঠাকুরণী হয়েছিল, আজ ওকে ঠাকুরণী হয়েই মরে যেতে হবে'। সুতরাং ভক্তদের হৃদয়ে নিজ মহিমা অক্ষুন্ন রাখতে স্বর্গে যাবার রাজকীয় উপঢৌকন চেয়ে বসে অসহায় পুত্র সাধনের কাছে, 'সাঁঝে মরতাম বিয়েনে মরতাম, তুর কানাকড়ি লাগত না। এ্যাখুন তু মাকে হাতী দিবি, দুরাদে হাতী দিবি। ..... ঘোড়া দিবি। ..... অন্ন-বস্ত-ভুঁই-সোনা-উপো অযচ্ছল দিবি।' আসলে মৃত্যুর পরে ভক্তদের হৃদয়ে ঠাকুরণী হয়ে বেঁচে থাকার লোভটুকু জটি সংবরণ করতে পারেনি।

Scanned by CamScanner

রিচ্যুয়াল'।[৭] সুতরাং 'ধর্ম' শব্দটির প্রয়োগ, ব্যবহার সবক্ষেত্রে সমান হতে পারে না। গল্পের প্রথমাংশে জীবন-ধর্ম রক্ষার্থে ধর্মীয় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণে শিল্পীর কোন কটাক্ষ ছিল না জটির প্রতি। কিন্তু গল্পের শেষাংশে যেখানে জীবনধর্মকে তা স্বীকার করে লোক প্রচলিত প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম ও পারলৌকিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, সেখানেই শিল্পীর ব্যঙ্গ পরিহাস প্রতিপন্ন এবং তা প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে মানুষের চিরন্তন সহজাত প্রবৃত্তির জয় ঘোষণা। জড়ভরত কূপমণ্ডূক সাধন ধর্মের ক্ষুধানিবৃত্তকারী মাতৃসম রূপের প্রতিই শ্রদ্ধাবনত। মায়ের অন্ন উপায়কারী দেবীরূপে তার অসীম বিশ্বাস। কিন্তু যে মুহূর্তে সে নিরন্ন সেই মুহূর্তেই সে লোকপ্রচলিত পারলৌকিকতায় অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং তার প্রতিবাদী সত্তা পাপ-পুণ্যের ঊর্দ্ধে অন্নের জন্য জাগ্রত হয়। সুতরাং জটির দেবীত্ব নয়, অন্নপ্রদায়ী মাতৃরূপই সাধনের অন্তরে চির জাগরিত থাকবে, "বুকের কাছে চালের পোঁটলা, সাধন হেলে দুলে বাড়ি যায়। সাধন বাড়ি যাবে, উনোন ধরাবে, ভাত রাঁধবে। ভাতের গন্ধ বড় ভাল গন্ধ। ভাতের গন্ধে সাধন তার মাকে খুঁজে পায়। যতদিন ভাত রাঁধবে সাধন, তপ্ত ভাত খাবে, ততদিন ওর কাছে সাঁঝ-সকালের মা বাঁধা থাকবে। মায়ের কথা মনে করতে গিয়ে পুরুতের ওপর দুর্ব্যবহারের অনুতাপে সাধনের চোখ জলে ভেসে গেল। মা, তুমি যেমন তেমন করে স্বর্গে যাও। সাধন এখন ভাত রেঁধে খাবে। তুমি দোষ নিও না।" সাধনের মত নিম্নবর্গীয় মানুষের কাছে ধর্মের কোন আধ্যাত্মিক মহিমা নয়, অন্নপ্রদানকারী মহিমাই প্রথম এবং শেষ সত্য।

Scanned by CamScanner